যায়যায়দিন

তারিখ 30 JUN 2008
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম 2

ইবির পরীক্ষার খাতা খোলা বাজারে

আজিজুর রহমান অনুপ ইবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা বিক্রি হচ্ছে খোলা বাজারে। আবাসিক হলে, শেখপাড়া বাজারের কিছু দোকানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে হকারের কাছে এবং কুষ্টিয়ার কিছু জায়গায় যত্রতত্র পাওয়া যাচ্ছে এ খাতা। বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীরা এসব খাতা পাচার করে হকারদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, এই খাতা কুষ্টিয়া শহরের কোর্টপাড়াসহ বেশ কয়েকটি স্থানে, স্টেশনারি দোকানগুলোয় ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে। চলতি মাসে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসগুলোতে এক হকারকে ৬০ টাকা কেজি দরে এসব খাতা বিক্রি করতে দেখা গেছে। এছাড়া শিক্ষকদের ডরমেটরি ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের কোয়ার্টারসহ কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের বেশকিছু শিক্ষককের বাসায় অনুসন্ধান চালিয়ে এসব খাতা পাওয়া গেছে। শিক্ষক কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানায়, আব্বু আমাদের এগুলো এনে দেন তাই আমরা পড়ালেখার কাজে ব্যবহার করি।

রেজিস্ট্রারের অফিস এবং একাডেমিক অফিস থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা খোলা বাজারে বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাহলে এ খাতা আবাসিক হলে, হকারের কাছে বা শহরের দোকানগুলোতে কিভাবে গেল তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীরা এই খাতা ৩০/৩৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে দেয়। আবার বেশ কিছু শিক্ষক ইনকোর্স পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে পাস করিয়ে নেয়া খাতা অতিরিক্ত হলে ফেরত না দিয়ে বাসায় নিয়ে যান। কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিক্ষকরা ক্লাসে টিউটোরিয়াল/ইনকোর্স পরীক্ষার বিষয় আগেই নির্ধারণ করে দেন। ফলে ক্লাসে উপস্থিত হয়ে ওই নির্ধারিত প্রশ্ন লিখে পরীক্ষা দিতে হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বললেন, আমার করার কিছুই নেই

এ সুযোগে ওইসব খাতা ৬০ টাকা কেজি দরে কিনে ইনকোর্সের অথবা টিউটোরিয়াল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর লিখে নিয়ে আসে। আর এভাবেই চলে নকল। অভিযোগ উঠেছে এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা টিউটোরিয়াল/ইনকোর্স পরীক্ষায় অধিক নম্বর হাতিয়ে নেয়। প্রেস থেকে সিরিয়াল নম্বর দেয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামযুক্ত এসব খাতা কোন অফিস থেকে, কাদের মাধ্যমে বাইরে চলে যাচ্ছে তা কেউ স্বীকার না করলেও একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস, বিভিন্ন বিভাগীয় অফিস ও প্রেস থেকে কিছু অসাধু কর্মচারী কৌশলে এ খাতা বাইরে বিক্রি করে দেন। তবে এসব অফিসে যোগাযোগ করা হলে প্রত্যেক অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পাচারের এ অভিযোগ অস্বীকার করেন।

প্রেসের সহকারী রেজিস্ট্রার মোঃ হাবিবুর রহমান জানান, সিরিয়াল ও নাম্বারিং করা খাতা বাইরে বিক্রি হলে তার জন্য প্রেস দায়ী নয়। এ ব্যাপারে প্রেস প্রশাসক প্রফেসর ড. আব্দুল মালেক বলেন, এ বিষয়ে আমাদের কিছুই করার নেই, আমরা হুকুমের গোলাম। আমাদের যেভাবে হুকুম দেয়া হয় সে অনুযায়ী কাজ করি। তিনি আরো বলেন, প্রেস থেকে খাতা পাচারের প্রশ্নই আসে না।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোহাম্মাদ তোজাম্মেল হোসেন বলেন, এটি উদ্বেগজনক, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপন বিষয় বাইরে যাওয়া উচিত না। তাই এ বিষয়ে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মাদ আলী জানান, আমার কিছুই করার নেই আমি বারবার এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছি। শিক্ষকদের বারবার বলেছি, ইনকোর্স বা টিউটোরিয়াল পরীক্ষা শেষে অতিরিক্ত খাতা ফেরত দিতে কিন্তু কেউ দেয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. এ এস এম আনোয়ারুল করিম বলেন, এই বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারবো না এটা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের কাজ।